যুগান্তর

তারিখ ... 17 APR 2013
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

সম্পাদকীয়

আবারও শিরোনামে ছাত্রলীগ

> এ জন্য ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ এ সংগঠনের সবারই লজ্জিত হওয়া উচিত।

আবারও পত্রিকার শিরোনামে জায়গা নিয়েছে ছাত্রলীগ। রোববার নববর্ষ উদযাপনকালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করেছে ছাত্রলীগ কর্মীরা। ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় দুই হাজার ছাত্রী তাদের তিন সতীর্থকে শারীরিকভাবে প্রহার ও লাঞ্ছিত করার ঘটনায় অংশগ্রহণকারীদের শাস্তির দাবিতে ক্যাম্পাসজুড়ে বিক্ষোভ মিছিল করে। ওদিকে পহেলা বৈশাখের আগের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীরা ব্যাপক চাঁদাবাজি করেছে। চাঁদাবাজির খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কর্মরত পাঁচ সংবাদকর্মী ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলার শিকার হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছাত্রলীগের ২১ নেতাকর্মীকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। এদের ছয়জনকে আটক করে পুলিশে দেয়া হয়েছে। চাঁদাবাজ ১১ ছাত্রলীগ কর্মীকে সংগঠন থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ নতুন কোন খবর নয়। বস্তুত, মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের অপকর্মের কারণে অসংখ্যবার প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার শিরোনাম হয়েছে। তাদের অপকর্ম নিয়ে লেখালেখিও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাদের যে দমানো যায়নি, জাহাঙ্গীরনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরের দুই ঘটনা তারই বড় প্রমাণ। ছাত্রলীগ কর্মীরা কোন কিছুই পরোয়া করছে না, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর চোখ রাঙানিও। রাজধানীর পুরনো ঢাকায় বিশ্বজিৎ হত্যাকাণ্ডে যেসব ছাত্রলীগ কর্মী জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় চার্জশিট প্রদানের ঘটনার পরও ছাত্রলীগ কর্মীদের অপরাধপ্রবণতা কমেনি।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও তাদের নিবৃত্ত করতে পারছে না। এটাই যখন বাস্তবতা, তখন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব, বিশেষত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্রলীগ নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। ছাত্রলীগের প্রতি সরকারের নমনীয়তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি ভোটের রাজনীতিতেও ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের কোন কাজে আসে না। বরং ছাত্রলীগের সন্ত্রাস ও দখলবাজি আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণই করে। তবে কি এটাই ধরে নিতে হবে, বিএনপি অথবা ছাত্রদলের শক্তির বিপরীতে একটি পেশীবহুল ছাত্রসংগঠন খুব দরকার আওয়ামী লীগের? প্রধানমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ছাত্রলীগের গোয়ালে দুষ্ট গরুর সংখ্যা অনেক। ছাত্রলীগের গোয়ালকে দুষ্ট গরুমুক্ত করতে হলে শুধু আইনি ব্যবস্থায় কাজ হবে না, এ জন্য দরকার ছাত্রলীগ কর্মীদের সাংস্কৃতিক মান বাড়ানো। এ সংগঠনের অভ্যন্তরে স্টাডি ফোরাম, ডিবেটিং সোসাইটি গঠনসহ বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে তাদের সাংস্কৃতিক মান বাড়ানো সম্ভব। চাঁদাবাজি ও নারী লাঞ্ছনা— দুটোই গর্হিত কাজ। অথচ একটি ঐতিহ্যবাহী ছাত্রসংগঠনের কর্মীরা দেশের দুটি স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই দুই গর্হিত কাজই করেছে। এ জন্য ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বসহ এ সংগঠনের সবারই লজ্জিত হওয়া উচিত। একই সঙ্গে আত্মসমালোচনাপূর্বক তাদের এই উপলব্ধিতে আসা উচিত যে, আগামী দিনগুলোয় তারা এ ধরনের অপকর্ম থেকে নিজেদের বিরত রাখবে। তাদের যেসব সহকর্মী অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, প্রশ্রয় না দিয়ে সাংগঠনিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত। একই সঙ্গে অপরাধী সহকর্মীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতিও সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে তাদের।